ওআইসি-এর পর্যটন মন্ত্রীদের ১০ম ইসলামিক সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, মঙ্গলবার, ২৪ মাঘ ১৪২৪, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
সম্মানিত অতিথি ও প্রতিনিধিবৃন্দ,
সহকর্মীবৃন্দ,
এবং উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ।

আসসালামু আলাইকুম।

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা-ওআইসি-এর পর্যটন মন্ত্রীদের ১০ম ইসলামিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ঢাকায় আপনাদের সকলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

প্রথমেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে আমরা মহান স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্বাধীনতার পরপরই জনগণের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতির পিতা সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মানবতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস ।

পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তিতে বিশ্বাস এবং যৌথ ধারণার প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে ওআইসিতে যোগদান করেন। তখন থেকেই বাংলাদেশ সকল সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। ইসলামের মহৎ মূল্যবোধগুলো যেমন ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, একতা এবং সকলকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মুসলিম উম্মার সংহতিকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আমি জানি বিশ্বব্যাপী পর্যটন একটি দ্রুত বিকাশমান খাত যা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ওআইসিভুক্ত দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আগামীতে বৃহত্তর পরিসরে সহযোগিতা ও সমন্বয় বাড়াতে এ সম্মেলনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরস্পরের কাছাকাছি আসা এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের ক্ষেত্রে এ সম্মেলন নতুন সুযোগ ও দিগন্ত উন্মোচন করবে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

আপনারা জানেন, বিশ্বব্যাপী উদ্বাস্তু সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন যাবৎ উদ্বাস্তু সমস্যা মোকাবিলা করে আসছে। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু সম্প্রতি আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। নিজ বাসভূমিতে জাতিগত নিধনের ভয়াবহ নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মানবিক কারণে আমরা অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দিয়েছি।

ওআইসিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যারা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে দৃঢ়ভাবে সমর্থন দিয়েছে, তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে ওআইসির বহুমাত্রিক ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। সারাবিশ্বের মুসলমানদের মিলিত কণ্ঠস্বর হিসেবে ওআইসি'র সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা মুসলিম বিশ্বের স্বার্থরক্ষায় সহায়ক হচ্ছে।

মুসলিম উম্মার জনগণের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বিপুল সুযোগ ও ক্ষেত্র আমাদের সামনে রয়েছে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে, ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক হতে হবে পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া ও সহযোগিতার ভিত্তিতে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় নিজেদের মানোন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। আমি মনে করি, পর্যটন শিল্প অন্যতম ক্ষেত্র যেখানে একসঙ্গে কাজ করার বড় সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসলামিক অর্থনীতি একটা নতুন বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এটির বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং সারাবিশ্বের মুসলমানদের দ্বারাই এটি পরিচালিত হবে। ইসলামিক পণ্য ও সেবার বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা এবং একটি বিশাল

ভোক্তা থাকার কারণে, বিশ্বাস-ভিত্তিক পণ্য ও সেবার সম্প্রসারণের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি অমুসলিম সম্প্রদায়ের কাছেও এ সকল পণ্য ও সেবা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। একই সঙ্গে আমাদের ইসলামিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

ইসলামিক পণ্য ও সেবার একটি বড় অংশ জুড়েই রয়েছে ভ্রমণ ও পর্যটন। হালাল খাদ্য, ইসলামিক অর্থনীতি, হালাল ঔষধ এবং প্রসাধনী, হালাল পর্যটন ইত্যাদি ইসলামিক অর্থনীতির বর্ধিষ্ণু খাতগুলির মধ্যে অন্যতম। এই খাতগুলির উন্নয়নে ওআইসিভুক্ত দেশগুলিকে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে হবে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে আমাদের সম্পদের অভাব নেই। আমাদের রয়েছে সুদীর্ঘ মেরিন ড্রাইভসহ বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল সুন্দরবন বাংলাদেশে অবস্থিত। সাগরকন্যা কুয়াকাটা অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এসব স্থান পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হতে পারে।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। শতশত নদী জালের মত ছড়িয়ে আছে যা আমাদের দেশকে করেছে ছবির মত সুন্দর। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শত শত সবুজ চা বাগান আপনাকে দিবে অবকাশ যাপনের চোখ জুড়ানো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। এছাড়াও, আমাদের হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্ন-সমৃদ্ধ স্থানসমূহ, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যসমূহ আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

সর্বোপরি, বাংলাদেশের বন্ধুভাবাপন্ন মানুষ, তাঁদের আতিথেয়তা এবং মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গের গৌরবময় ইতিহাস আপনাদের জন্য স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে অর্থনৈতিক খাত হিসেবে উন্নত করতে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব ও জোর দিয়েছি। পর্যটনের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা 'জাতীয় পর্যটন নীতি ২০১০' প্রণয়ন করেছি। 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০'- এ পর্যটন শিল্পকে 'দ্রুত বর্ধনশীল খাত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সরকার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় বিনিয়োগ প্রণোদনা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে আমরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বৃহৎ আকারের বেশকিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। প্রমত্ত পদ্মা নদীর উপর ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। এটি ঢাকা'র সঙ্গে সুন্দরবনসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করবে।

পর্যটন রাজধানী কক্সবাজারে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে। এটি নির্মিত হলে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে পর্যটকগণ সরাসরি কক্সবাজারে আসতে পারবেন। এছাড়া কক্সবাজারকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। আমরা পর্যটকদের জন্য অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ এবং বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। এছাড়াও, বেসরকারি খাতে দেশের বিভিন্নপ্রান্তে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা নির্মাণ করা হচ্ছে।

এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ''পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি''। এজন্য সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পর্যটনসহ অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা অপরিহার্য।

এখানে সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, বেসরকারি খাত ও সহযোগী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়সহ শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।

সম্মানিত অতিথি ও প্রতিনিধিবৃন্দ,

বাংলাদেশকে পরবর্তী ২ বছরের জন্য ১০ম ইসলামিক কনফারেন্স অব ট্যুরিজম মিনিস্টারস- ICTM-এর চেয়ারপার্সন নির্বাচিত করায় আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ তার দায়িত্ব পালনকালে সহযোগিতা ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওআইসি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পর্যটন খাত বিকশিত করতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিবে। আমি বিশ্বাস করি, পরবর্তী ২-বছরে বাংলাদেশ সভাপতি হিসেবে

দৃষ্টান্তমূলক কিছু অর্জনে সক্ষম হবে। আমি পর্যটন খাতে ওআইসি'র কার্যক্রমের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পুনর্ব্যক্ত করছি।

আমি আশা করি, এই সম্মেলনের মাধ্যমে সকল সদস্য দেশ বৃহত্তর সহযোগিতা ও আন্তঃযোগাযোগ উন্নয়নের দিকনির্দেশনা পাবে। আমি এই সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সবশেষে, এই সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায় আসা ওআইসি'র সম্মানিত মহাসচিব, পর্যটন মন্ত্রীবর্গ, ওআইসি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, বাংলাদেশে আপনাদের অবস্থান আনন্দময় ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

...